২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

এ ভাবে লোকপাল নিয়োগ নয়

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

৪৬ বছর পর ২০১৩-য় লোকপাল ও লোকায়ুক্ত ভাবনা আইনি রূপ পেয়েছে। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জের কাজ। বিশ্বাসযোগ্যতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে লোকপালের ৪ জন বিচার বিভাগীয় সদস্য ও ৪ জন সাধারণ সদস্যকে মনোনীত করা উচিত। ভোটের আগে ইউপিএ সরকারের তড়িঘড়ি করে লোকপাল নিয়োগের উদ্যোগ দুঃখজনক। দ্রুততার সঙ্গে পদ্ধতি শর্টকাট করে নিয়োগ করতে চাইছে। লঙ্ঘিত হচ্ছে আইনি ও অধিকারের সীমাও। আমি নিয়ম ভাঙার কথা বিশদে বলছি।

১। আইনের ৪(৪) নং ধারা লঙ্ঘন

আইনের ৪(৪) নং ধারা বলা হয়েছে, নির্বাচক কমিটি স্বচ্ছতার সঙ্গে লোকপালের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করবে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি সিলেকশন কমিটি একবার বৈঠক বসেছে। ঔই বৈঠকে আমি বুঝতে পারি, সার্চ কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে। সিলেকশন কমিটি গঠন ও পদ্ধতি ঠিক করার আগেই লোকপাল সদস্যদের নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে গত ১৭ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ দফতর বিজ্ঞাপন দেয়। এবিষয়ে ২০ ও ৩০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। দুটো চিঠির জবাব পেলেও আমার মূল উদ্বেগ কাটেনি। আইনের আওতায় ডিওপিটি-র কোনও ভূমিকা না থাকলেও তারা আগ বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে। অথচ আইনে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে সিলেকশন কমিটি ও অনুসন্ধান কমিটির হাতে। বিজ্ঞাপন দেওয়া, আবেদনপত্র আহ্বান অথবা আবেদনকারী বাছাই করার ক্ষেত্রে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। অথচ সব কিছু মুঠোয় নিয়েছে ডিওপিটি।

২। পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীর আবেদনের সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীকে ২৯শে জানুয়ারির চিঠিতে জানিয়েছিলাম "অবসরের মুখে অথবা কর্মরত বিচারপতিকে অবসরের পর নিয়োগের জন্য আবেদনের সুযোগ দেওয়া হলে তা সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদার সঙ্গে মানানসই হবে না। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা আত্মসম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আপস করে সরকারের কাছে তদ্বির করে থাকেন। লোকপালের সদস্য হিসেবে একজন চাকরি প্রার্থী বিচারপতিকে নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। যাই হোক, আবেদনপত্র আহ্বান করা বা না-করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে শুধু নির্বাচক কমিটিই।" সরকার সে পথে না গিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪-য় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানায়। আমি জানি, বেশ কিছু কর্মরত বিচারপতি তাঁদের মর্যাদা ও

জমা দেওয়ার আহ্বান জানায়। আমি জানি, বেশ কিছু কর্মরত বিচারপতি তাঁদের মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করে আবেদনে সাড়া দেননি। যদিও বেশ কয়েকজন বিচারপতি তাঁদের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে সুপারিশ করে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের ১৫ নং অনুচ্ছেদে সিভি-তে আবেদনকারী কর্মরত বিচারকদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের বিবরণ উল্লেখ করার জন্য বলা হয়। সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব কীভাবে পালন করবেন তা ২০০ শব্দের মধ্যে জানাতে বলা হয় ১৬ নং অনুচ্ছেদে। এই পদ্ধতি কে ঠিক করল? সিলেকশন অথবা সার্চ কমিটি ঠিক করেনি, করেছেন ডিওপিটি মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। আইনে তাঁর কোনও অধিকারই নেই। যদিও ডিওপিটি নিজেই এই দায়িত্ব নিয়েছে।

৩। সার্চ কমিটির কাজের পরিসর কমিয়েছে ডিওপিটি?

আইনকে শক্তিশালী করতেই ধারা গঠিত হয়। ১০ নম্বর ধারা অনুসারে সিলেকশন কমিটির বিবেচেনার জন্য অনুসন্ধান কমিটি ডিওপিটির পাঠানো তালিকা থেকে প্যানেল ঠিক করবে। আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে তালিকা ঠিক করছে ডিওপিটি। সার্চ কমিটির এক্তিয়ার খর্ব করা হচ্ছে। এরপর ডিওপিটি-র তালিকা থেকে নাম ঠিক করা শুধুমাত্র করণিকের কাজ।

সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শ্রী ফলি এস নরিম্যান সার্চ কমিটির সদস্য পদ নিতে অস্বীকার করেছেন। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি রাবার স্ট্যাম্প হতে কখনই সম্মত হবেন না। সরকার ঠিকই করেছে সার্চ কমিটির সদস্যরা হবেন তাদেরই অনুগত। কমিটির জন্য সুপারিশ করা নামের মধ্যে সরকারি আইনজীবী রয়েছেন। সার্চ কমিটিতে আইনি স্তর থেকে সরকারি কৌঁসুলি ও সংবাদমাধ্যম থেকে কার্যত কংগ্রেসের এক মুখপাত্রের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ তাঁদের নাম মেনে নেননি। সরকারের বোঝা উচিত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের তাঁবেদার নয়। বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর হয়। সার্চ কমিটির ক্ষমতা সংকুচিত করা অথবা মিত্রদের দিয়ে লোকপাল ভরিয়ে ফেললে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থরক্ষা হয় না। ইউপিএ সরকার সিবিআই, সিএজি, পিএসি, জেভিসি ও সিভিসি-র যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে। আশা করব, লোকপাল এর থেকে রক্ষা পাবে।